দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ২৭-০৭-২০২৩ (পৃঃ ০৩)

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে একযোগে কাজ করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালির রাজধানী রোমে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আয়োজিত ফুড সিস্টেম সামিটে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষকের জন্য দশ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা, কৃষি ও সারে ভর্তুকি প্রদানসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশ আজ চাল উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের ১০টি সর্বোচ্চ খাদ্য উৎপাদনকারী দেশের একটি। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকসই কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সরকার ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ ধরনের সম্মেলন আয়োজন খুবই ফলপ্রসূ। এই সম্মেলন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে খাদ্যচক্রের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন থেকে অনেক পরামর্শ আসবে, যা ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।

এশিয়া- প্রশান্ত মহাসাগরীয় কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা সম্মেলনে ড. শিরীন শারমিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে স্পিকার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে খাদ্যাভাব দূরীকরণ ও কৃষি পুনর্গঠনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে কৃষি গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন যার সুফল আমরা আজও পেয়ে যাচ্ছি। তিনি কৃষি ভূমিতে কর মওকুফের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সমতাভিত্তিক ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী সংকটকালে পৃথিবীর অনেক দেশেই খাদ্যাভাব লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় খাদ্য সমস্যা সমাধান হয়েছে দাবি করে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, গত ৪০/৫০ বছর আগে আমাদের খাদ্যে টানাটানি গেছে। এমনকি গত কয়েক শতাব্দীতেও সে অবস্থা ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে সেই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ১৮-২০ লাখ টন খাদ্য সংরক্ষণে আছে। আপাতত খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে না। তবে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তিনি বলেন, দেশে অনেক খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু ভূমিহীন ও শ্রমিকরা ন্যায্যতার ভিত্তিতে খাদ্য পাচ্ছে না। এটি নিশ্চিত করতে হবে। কেননা এসব প্রান্তিক শ্রমিক ও ভূমিহীনদের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই হতে হবে, ন্যায্যতা আনতে হবে। শ্রমজীবীদের ন্যায্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ভূমিহীনদের মাঝে এসব জমি বণ্টন করতে হবে। সরকারও তা করে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের আত্মমর্যাদা, আত্মপরিচয় বজায় রেখে বিশ্বে সম্মানের সঙ্গে চলতে হবে। তারপরও কিছু কার্যক্রমের কারণে খাদ্য নিরাপত্তা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ঢাবি উপাচার্য ড. আখতারুজ্জামান, নেপালের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সানজেভ কুমার কর্ণ, কেয়ার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর রমেশ সিং। স্বাগত বক্তব্য দেন ওয়েব ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী।

মহসিন আলী বলেন, কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে 'এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য অধিকার এবং কৃষি খাদ্যব্যবস্থা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, 'খাদ্য অধিকার' ইস্যুকে শক্তিশালী করার জন্য নাগরিক সমাজের সংগঠন ও নেটওয়ার্ক, কৃষক সংগঠন, যুব, নারী, গবেষক এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে বহুবিধ অংশীদারী গড়ে তোলা; এ অঞ্চলে কৃষি খাদ্যব্যবস্থা রূপান্তরে আদিবাসী, ক্ষুদ্র কৃষক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা, অবদান এবং অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি, রক্ষা এবং এগিয়ে নেওয়া; সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক অংশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি পর্যালোচনা ও করণীয় এবং জলবায়ু-সহনশীল কৃষিতে ক্ষুদ্র পরিবারের কৃষকদের (পুরুষ ও নারী উভয়েরই) কণ্ঠস্বর জোরদার করা।

দুই দিনের এ সম্মেলনে ১৫টি দেশের অর্ধ শতাধিক খাদ্য ও কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অ্যাক্টিভিস্টসহ সাত শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন। সম্মেলনে দুটি প্লেনারি ও ১০টি কারিগরি অধিবেশনে খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের উপস্থাপনা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ২৭-০৭-২০২৩ (পৃঃ ০২)

ঢাকা-১৭ আসনের উপনির্বাচনে বিজয়ী মোহাম্মদ আলী আরাফাত সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ পাঠ করান স্পিকার -সংবাদ

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ কৃষি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ : স্পিকার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তিনি বলেন, কৃষকের জন্য দশ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা, কৃষি ও সারে ভর্তুকি প্রদানসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশ আজ চাল উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য অধিকার এবং কৃষি খাদ্যব্যবস্থা সম্মেলন ২০২৩' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় স্পিকার কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন। 'রাইট টু ফুড বাংলাদেশ' দুই দিনব্যাপী এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

আয়োজক সংগঠনের চেয়ারম্যান কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপদক ড. মো. আক্তারুজ্জামান, নেপালের প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সঞ্জীভ কুমার কার্না বক্তব্য রাখেন।

শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে খাদ্যাভাব দূরীকরণ ও কৃষি পুনর্গঠনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে কৃষি গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন যার সুফল আমরা আজও পেয়ে যাচ্ছি। তিনি কৃষি ভূমিতে কর মওকুফের ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকসই কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রণয়ন করেছে।

স্পিকার বলেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংকটপূর্ণ সময়ে পৃথিবীতে অনেক দেশেই খাদ্যাভাব লক্ষ্য করা যায়। সমতাভিত্তিক ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাধানের দিকে সবাইকে এগোতে হবে। সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সকলের জন্য 'খাদ্য নিরাপদ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল' নিশ্চিত করতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

স্পিকার বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ ধরনের সম্মেলন আয়োজন খুবই ফলপ্রসূ। এই সম্মেলন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে খাদ্যচক্রের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন থেকে অনেক পরামর্শ আসবে, যা ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।